ড. ননী গোপাল দেবনাথ

গল্পগুচ্ছের নির্মাণশৈলী

গল্পগুচ্ছের নির্মাণশৈলী

(রবীন্দ্র ছোটগল্পের নির্মাণশৈলী)

ড. ননীগোপাল দেবনাথ
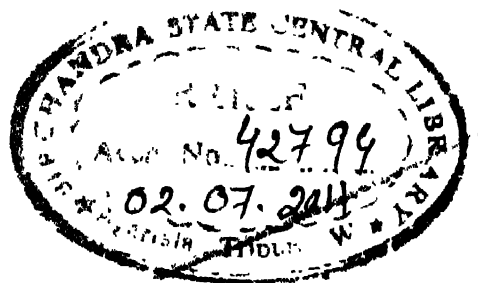
অক্ষর পাবলিকেশনস্
প্রধান কার্যালয় ঃ "সঞ্জীব ভিলা", জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১

galpaguchher nirmansailee
(Rabindra Chotogalper Nirmansailee)
an anlytical disourse on short stories of
Rabindranath Thakur by Dr. Nani Gopal Debnath

ISBN-81-89742-95-7

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা ২০১০

প্রচ্ছদ ঃ ইমানুল হক

অক্ষর সংস্থাপন ও মুদ্রণ ঃ ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, জে. বি. রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা।

অক্ষর পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে শুভব্রত দেব কর্তৃক জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা এবং ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ থেকে একযোগে প্রকাশিত।

আগরতলায় নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র ঃ 'বইঘর' ও অক্ষর সেলস্ কাউন্টার, জে. বি. রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা -৭৯৯০০১

সার্বিক যোগাযোগ

অক্ষর পাবলিকেশনস, সঞ্জীব ভিলা, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা -৭৯৯০০১

email : jraksharpub@gmail.com

দূরভাষ ঃ (০৩৮১)- ২৩০-৭৫০০/২৩২-৪৫০০

মূল্য ঃ ২০০ টাকা

উৎসর্গ

পরমপূজনীয়
বাবা ও মাকে

লেখকের কথা

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের উপর অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাই রবীন্দ্র ছোটগল্প সম্পর্কে নূতন করে কিছু লেখা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন ব্যাপার। সেক্ষেত্রে এই গ্রন্থের বিষয়সূচী ও কর্মপরিকল্পনাই আমাকে নূতন পথ দেখিয়েছে। একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের বিষয়গত আলোচনা যে পরিমাণে হয়েছে, সে পরিমাণে এর শিল্পরূপের আলোচনা প্রায় হয়নি বললেই চলে। অথচ ছোটগল্প এমন একটি শিল্পরূপ, যাতে বিষয় নয়, এর প্রকাশনাভঙ্গিটিই মুখ্য বিষয়। ছোটগল্পের যথার্থ স্বরূপ কি, একটি ছোটগল্পের উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা নির্ণয়ের যথার্থ মাপকাঠি কি — এনিয়ে পাঠক, সমালোচক ও লেখক মহলে এখনও অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। বলা চলে, এই জিজ্ঞাসার বশবর্তী হয়েই রবীন্দ্র ছোটগল্পের নির্মাণশৈলীর স্বরূপ আলোচনার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিদেশি সাহিত্যে ছোটগল্পের তত্ত্ব বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ছোটগল্প তত্ত্ব বিষয়ক সেসব গ্রন্থ পাঠ করে আমার আরও মনে হয়েছে, ছোটগল্পের শিল্পরূপের সামগ্রিক রহস্য অনুধাবনের জন্য ছোটগল্পের তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি এর প্রায়োগিক দিকটিও বিচার্য বিষয়। কেননা ব্যক্তিভেদে সাহিত্যের প্রতিটি শাখারই রূপ বদল ঘটে অহরহ। চেকভ, মঁপাসা, এডগার এ্যালান পো, রবীন্দ্রনাথ— এঁরা সকলেই বিশ্ববরেণ্য গল্পকার। অথচ প্রকাশশৈলীর দিক থেকে প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত।

রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেরই একজন শ্রেষ্ঠ গল্পকার। তাই রবীন্দ্র ছোটগল্পের নির্মাণশৈলীর আলোচনা নিঃসন্দেহে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। আলোচ্য গ্রন্থে ছোটগল্পের অবয়ব ও নির্মাণ বিষয়ে যেমন আলোচনা হয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে অবয়ব ও নির্মাণশৈলীর কি বিশিষ্টতা লক্ষিত হয় -সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উপন্যাস ও ছোটগল্প দুই-ই কথাসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। উপাদানগত দিক থেকে কাহিনি, চরিত্র, পরিবেশ, ভাষা, লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তবতা গুণগুলি দুই ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। অথচ এই উপাদানগুলি ব্যবহারের তারতম্যেই উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে শিল্পরূপের দুস্তর ব্যবধান লক্ষিত হয়। এই উপাদানগুলি রবীন্দ্র ছোটগল্পের নির্মাণশৈলীতে কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাও আমরা রবীন্দ্রনাথের কতগুলি প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পালোচনার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

আলোচ্য গ্রন্থে ছোটগল্পের রূপ ও তত্ত্ব বিষয়ে সাধারণ আলোচনার পরেই রবীন্দ্রগল্পের অবয়ব ও নির্মাণশৈলী, রবীন্দ্রগল্পের কাহিনি ও চরিত্র বিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

যাদের সাহচর্য ও উদ্দীপনা ভিন্ন আমার এই পাণ্ডুলিপি সম্পাদন করা অসম্ভব ছিল, তাদের মধ্যে অধ্যাপক সিরাজুদ্দিন আহমেদ মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। একই সঙ্গে স্মরণ করছি অধ্যাপক ও লেখক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মূল্যবান পরামর্শের কথা। সহধর্মিনী নিবেদিতা এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যে পরিমাণে উৎসাহ যুগিয়েছে এবং স্বহস্তে প্রুফ রিডিংয়ে সহযোগিতা করেছে তা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। এছাড়া শুভানুধ্যায়ী ও ছাত্র-ছাত্রী যারা এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমাকে বার বার অনুপ্রাণিত করেছে, এই সুযোগে আমি তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থটি সহৃদয় পাঠক সমাজের সমাদর পেলে অত্যন্ত আনন্দিত হব এবং এই গ্রন্থের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে পাঠকদের মূল্যবান মতামত জানতে পারলে বাধিত হবো।

২৮ শে ফেব্রুয়ারী, ২০১০
শিলচর-৬, আসাম

নীগোপাল দেবনাথ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

১. ছোটগল্পের স্বরূপ ও লক্ষণবিচার

আধুনিক সাহিত্যে 'ছোটগল্প' একটি স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে, কিন্তু ছোটগল্পের স্বতন্ত্র শিল্পরূপটি কী, এ নিয়ে এখনও বহুতর জিজ্ঞাসা বর্তমান। বস্তুতপক্ষে কবিতা, নাটক, উপন্যাস প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগগুলির শিল্পরূপটি যতটা স্পষ্ট, ছোটগল্পের শিল্পরূপটির যথার্থ স্বরূপ কী হবে, তা এখনও ততটা স্পষ্ট হয়নি। গল্প আকারে ছোট হলেই যেমন ছোটগল্প হয়না, তেমনি আবার অনেক গল্প আকারে বড় হয়েও ছোটগল্পের অভিধায় ভূষিত হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 'ছোটগল্প' নাম দিয়ে যে গল্পগুলি রচনা করেন, তার সবগুলি আকারে যেমন-ছোট নয় (যথা-'নষ্টনীড়', 'মেঘ ও রৌদ্র'), তেমনি আবার সবগুলি তথাকথিত মনোহারী গল্পও নয় (যথা - 'ক্ষুধিতপাষাণ', 'একরাত্রি' প্রভৃতি), তবু উৎকৃষ্ট ছোটগল্প হিসাবে এগুলি আজ বিশ্ববন্দিত। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আকারের ছোটত্ব নয় কিংবা গল্পের মনোহারীত্ব নয়, ছোটগল্প তার অতিরিক্ত অন্য কিছু। স্বভাবতই ছোটগল্পের শিল্পশৈলীর উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচারের পূর্বে এর স্বরূপ ও লক্ষণবিচার আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের রূপতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার প্রথম সার্থক গ্রন্থ হল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে ছোটগল্প' (১৯৫৫)। তারও বহু আগে ইংরেজি সাহিত্যে Brander Mathews তাঁর 'The Philosophy of the short story' গ্রন্থে ছোটগল্পের স্বরূপ আলোচনা করেন। উভয়েই ছোটগল্পের স্বরূপ আলোচনায় 'প্রতীতিগত ঐক্যে'র (Unity of impression) উপর জোর দিয়েছেন। বস্তুত এই 'প্রতীতিগত ঐক্য' কথাটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে ছোটগল্পের মূল স্বরূপ। বাস্তবের কোন একটি বিষয় কিংবা ঘটনা লেখক মনে যে

বিশেষ একটি ভাবনার উদ্রেক করে, তাকেই বলা যেতে পারে 'প্রতীতি' (impression)। প্রতীতি হল একপ্রকার মানসদৃষ্টি বা মনোভাব, যাতে বাইরের ঘটনার সঙ্গে লেখকের ব্যক্তি আত্মার অনুভূতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে থাকে। বাইরের কোনো ঘটনা চরিত্র লেখকের সহৃদয় অনুভূতির সঙ্গে মিশে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ব্যক্তিরূপ নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে প্রতীতি বলা যাবে না। আর ঐ ব্যক্তির অনুভূতিকে বিশেষ এক ভঙ্গিমায় সুচারু রূপে প্রকাশের নামই 'প্রতীতিগত ঐক্য'। ছোটগল্পের শিল্পরূপটি প্রধানত নির্ভর করে এই প্রতীতিগত ঐক্যবোধের উপর। বাস্তবে হাজারো ঘটনা ও চরিত্রের ভিড়ে অসংখ্য ভাবনা লুকিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু কোনো লেখক তার ব্যক্তি অনুভূতি দিয়ে ঐ ঘটনা বা চরিত্রকে যতক্ষণ পর্যন্ত না নূতন ভাবে গড়ে তোলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা প্রতীতির রূপ পায় না। এই প্রতীতিই হল ছোটগল্পের সেই ভাববীজ, যা স্ব-স্বরূপে বিশেষ একটি ভঙ্গিমায় প্রকাশ লাভ করে। আর তখনই তা ছোটগল্পের রূপ নেয়।

আমরা যদি ছোটগল্পের এই ভাবপ্রতীতিটিকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে ছোটগল্পের কতগুলি সাধারণ লক্ষণ সহজেই আমাদের চোখে পড়বে। লক্ষণগুলি এইরূপ ঃ

প্রথমত, ছোটগল্প হল লেখকের একটি আত্মগত শিল্প। বিখ্যাত ছোটগল্প সমালোচক সিয়ান ও ফাওলিন -এর মতে "In other words the short story is an emphatically personal exposition. What one searches for and what one enjoys in a story is a special distallation a unique sensibility which has recognised and selected at once a subject that, above all other subject, is of value to the writer's temparament and to his alone his counterpart his perfect opportunity to project himself.'[১] বহির্বিশ্বের ঘটনাবলির উপর চোখ ফেলে গল্পশিল্পী বিশেষ কোন একটি ভাবনা বা অনুভূতির দ্বারা তাড়িত হন, আর সেই সহৃদয় অনুভূতিটিকেই লেখক তার গল্পে মূর্ত করে তুলেন। লেখকের নিজস্ব মনোভঙ্গী, জীবন-পরিবেশ, জীবনবোধ ছোটগল্পে যতটা প্রকাশিত হয়, এতটা ব্যক্তিরূপ কবিতা ছাড়া আর কোনো শিল্পমাধ্যমেই প্রকাশিত হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, প্রতীতি হল শিল্পীআত্মার একটি বিশেষ মুহূর্তের উপলব্ধ সত্য। বাস্তবের বস্তুপুঞ্জরাশি বস্তুভার থেকে মুক্তিলাভ করে একটি বিশেষ মুহূর্তে লেখকের হৃদয়ে একটি ভাবনার উদ্রেক করে। এই বিশেষ মুহূর্তের ভাবানুভূতিটিই ছোটগল্পে রূপলাভ করে। ছোটগল্পের কাহিনি দীর্ঘ কিংবা ছোট যাই হোক, ঐ বিশেষ মুহূর্তের ভাবনাটির প্রকাশই ছোটগল্পকারের কাজ। অথচ মুহূর্তকালের অনুভূতির মধ্য দিয়ে জীবনের একটি পূর্ণতর রূপ প্রকাশ পায়। সমালোচকের ভাষায় — 'আজ ছোটগল্প জীবনের এই বিস্তৃত বিশালতা থেকে একটিমাত্র ঘটনা বা একটিমাত্র মানসিকতাকেই নির্বাচন করে নেবে। তার আরম্ভও নেই তার শেও নেই। মুহূর্তজীবি বিদ্যুদ্বিকাশেই তার ক্ষণ-বক্তব্য শেষ, অথচ ওই চকিত বিদ্যুদালোকেই আমাদের দৃষ্টির সামনে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।'[২]

তৃতীয়ত, ছোটগল্পে প্রতিফলিত এই প্রতীতিটি একদিকে যেমন বস্তুসর্বস্ব নয়, তেমনি আবার একেবারে বস্তুহীনও নয়। মূলত ভাবপ্রতীতির দিক থেকে ছোটগল্পের সঙ্গে কবিতার মিল থাকলেও কবিতা যেভাবে বস্তুকল্পনা বা কাহিনিকল্পনার আশ্রয় ছাড়াই গড়ে উঠতে পারে, ছোটগল্প সেভাবে গড়ে উঠতে পারে না। গল্পরসের জন্য লেখককে কিছুটা হলেও বস্তুকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতেই হয়। বিষয়টা বিতর্কিত। কারণ বিদেশী গল্পের কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর 'লিপিকা'র কিছু গল্পে এবং 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে গল্পচ্ছলে এমন কিছু কবিতা রচনা করেছেন, যাদেরকে অনায়াসেই ছন্দোবদ্ধ করে গল্পকে কবিতায় আর ছন্দ ভেঙে গদ্য ঢঙে কবিতাকে গল্পে রূপদান করা যায়। স্বভাবতই এখানে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কবিতা ও ছোটগল্পের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? শ্রদ্ধেয় সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তো সংশয় প্রকাশ করে বলেই ফেলেছেন – 'আমার তো মনে হচ্ছে বৃত্তান্তের ভার বর্জন করতে করতে ভবিষ্যতে ছোটগল্প এমন একটা অবস্থায় পৌঁছবে-যখন কবিতার সঙ্গে একমাত্র আঙ্গিকে ছাড়া আর কোনো পার্থক্যই থাকবে না।'[৩] অবশ্য বিরুদ্ধ মতও আছে। সমারসেট মম ঘটনাহীন বর্ণহীন গল্পকে বলেছেন 'drab stories'।[৪] Brander Mathews এর মতে - 'The short story is nothing if there is no story to tell'।[৫] তবে আমাদের মনে হয়, ছোটগল্পে গল্প অবশ্যই থাকবে, তবে গল্পটি এর মুখ্য বস্তু নয়। বস্তুজগতের কোন একটি ঘটনা বা চরিত্রকে আশ্রয় করে একটি বিশেষ ভাবপ্রতীতির ব্যঞ্জনাসৃষ্টিই ছোটগল্পের মূল স্বরূপ।

চতুর্থত, ছোটগল্পের প্রতীতিটি অতি সূক্ষ্ম এবং বস্তুভারহীন। আমাদের মনের ভাব যেমন বাইরের জগতের কোলাহল ও নানামুখী সংঘাতময় কর্মমুখর জীবনের ভিড়ে জমাট বাঁধতে পারে না, তেমনি ছোটগল্পের ভাবময় প্রতীতিটিকেও জমাটময় ও সুচারুরূপে প্রকাশ করতে হলে ছোটগল্পের কাহিনিকে হতে হবে একমুখী, গতিমুখর ও কাহিনীর ভারমুক্ত। কেননা যে বিশেষ প্রতীতি বা ভাবনাটিকে লেখক প্রকাশ করতে চান তার বাইরে একটি কথাও যদি লেখক বলেন তাহলে কাহিনির গতি দিশাহীন এবং ভাবসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য। উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের কাহিনিবয়নের মূল পার্থক্য এখানেই। একজন উপন্যাস শিল্পী যেখানে নানামুখী ঘটনার বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের বিস্তৃতরূপকে তুলে ধরেন, একজন ছোটগল্পশিল্পী সেখানে যথাসম্ভব স্বল্প ঘটনা ও চরিত্রের সমবায়ে একমুখী গতিতে জীবনের বিশেষ একটি ভাবরূপকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেন। অনাবশ্যক ঘটনা ও চরিত্রের ভিড় ছোট গল্পের ভাবরূপটিকে বিনষ্ট করে দেয়। এইজন্যই সমালোচক লিখেছেন -- 'ছোটগল্প নিজের একান্ত বক্তব্যটি ছাড়া আর কিছুই বলবে না। অনাবশ্যক ব্যাপ্তির সুযোগ তার নেই-অহেতুক চরিত্রের ভিড়ে তাকে ভারাক্রান্ত করা চলবে না; অপ্রয়োজনীয় বর্ণ-নাবিলাসের কোনো ভূমিকাই সেখানে নেই।'[৬]

পঞ্চমত, ছোটগল্পকে অনেকে একাঙ্কিকা ও সনেটের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন। ছোটগল্পের স্বরূপ আলোচনায় এ তুলনা যথার্থ। কেননা ছোটগল্পের প্রতীতি ব্যাপারটি এমনই সূক্ষ্ম ও অনুভূতিশীল যে, তাকে রক্ষার জন্য ছোটগল্পের কাহিনিকে অবশ্যই একাঙ্কিকার মতো দ্রুত গতিসম্পন্ন ও সনেটের মতো দৃঢ় ও সংহত হওয়া চাই। একাঙ্কিকার তীক্ষ্ণতা, আয়তনের কৃশতা, রসপরিণামের একমুখীনতা, নাটকীয় আকস্মিকতা ও একটি শীর্ষমুহূর্ত (climax) প্রভৃতি গুণগুলি ছোটগল্পের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ রূপের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সনেটের অষ্টক ও ষটক ভাগের মধ্যে যেমন একটি বিশেষ ভাবের উত্থান ও পতন নির্দিষ্ট পরিমাপে প্রকাশ লাভ করে, তেমনি ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত আয়তনেও একটি বিশেষ ভাবের এই ক্রম পরিণতি লক্ষিত হয়। মূলত প্রতীতির সূক্ষ্মতা সৃষ্টির জন্যই ছোটগল্পের অন্তধর্মে একাঙ্কিকা ও সনেটের লক্ষণ লক্ষিত হয়।

ষষ্ঠত, ইঙ্গিতময়তা ছোটগল্পের একটি প্রধান লক্ষণ। সমালোচকের মতে – "In the short story, therefore, both selection and suggestion play the vital parts. Selection seeks out the natural fitness of material, while suggestion employ its task of visualizing the spiritual and forming a definite impression in the reader's mind."[৭] প্রতীতি ব্যাপারটি সূক্ষ্ম ও অনুভূতিশীল। অনেকক্ষেত্রে তা অবাঙ্‌মানসগোচর। এই ধরণের ভাবপ্রতীতির প্রকাশে কাহিনি ও চরিত্র অপেক্ষা ইঙ্গিতমুখ্য বাচনভঙ্গি অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ছোটগল্পে এক একটি ইঙ্গিতগর্ভ ভাষা জীবনের মর্মমূল পর্যন্ত আলোকিত করতে পারে। শুধু প্রতীতির সূক্ষ্মতা সৃষ্টির জন্য নয়, ছোটগল্পের সংক্ষিপ্তায়ন, গতিমুখরতা ও পরিণতির ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্যও ইঙ্গিতমুখ্যতা (suggestiveness) ছোটগল্পের একটি প্রধান লক্ষণ।

ছোটগল্পের প্রাণধর্ম প্রতীতি সম্পর্কিত এই আলোচনা থেকে ছোটগল্পের স্বরূপ ও লক্ষণ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া গেলেও এই আলোচনায় ছোটগল্পের সামগ্রিক রূপ ও রহস্য প্রকাশ পেয়েছে একথা বলা যায় না। উপরোক্ত আলোচনার পরও ছোটগল্পের আয়তন কতটা ছোট কিংবা বড় হবে, ছোটগল্পের কাহিনি ও চরিত্রের কোন পৃথক গুরুত্ব আছে কি নেই; ছোটগল্পের পরিবেশ ও ভাষাশৈলীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় কিনা, ছোটগল্পে প্রতিফলিত লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রকৃত রূপটি কী ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দ্বারাই ছোটগল্পের সামগ্রিক রূপ ও রহস্যটি প্রকাশিত হতে পারে।

'ছোটগল্প' বলতে আমরা সাধারণত ছোট আকারের গল্পকেই বুঝি। কিন্তু ছোটগল্পের আয়তন কতটা ছোট হবে বা বড় হবে এ নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। ছোটগল্পেব আদি লেখক অ্যাড্‌গার অ্যালান পো-ই প্রথম ছোটগল্পের কলাবিধি ও তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি 'ছোটগল্পে'র short কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, গল্প "requiring from half an hour to one or two hours in perusal"[৮] ছোটগল্পের আকার-আয়তন

সম্পর্কে এরূপ সুস্পষ্ট সময় নির্দেশ সমীচীন নয়। কেননা সাহিত্য বিজ্ঞানের কোন সূত্র নয় যে তার পরিবর্তন হবে না। ব্যক্তি বিশেষে রচনা বিভিন্ন রূপ নেয়, এটাই সাহিত্য সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়ম। এইজন্যই সমালোচক Richard Summers লিখেছেন – 'Thre is no set length for a short story. It may run from a 500 words vignette or short-short upto 40,000 words'[৯] অন্যদিকে সমালোচক Lucy Lillian Notestein মনে করেন - 'The length of short story depends upon the situation or incident with which one has to deal. This situation may take five pages to develop to a fitting climax; it may take sixty. If one remembers however, that a single situation wrought to a climax, the length of the short story will not go far long'.[১০] বস্তুতপক্ষে বিশেষ একটি ভাবপ্রতীতির বাঞ্জনা সৃষ্টিই ছোটগল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেইহেতু ছোটগল্পের আয়তন কখনোই বেশি বড় হতে পারে না। এই ভাবব্যঞ্জনা একটি মাত্র অনুচ্ছেদেও ব্যক্ত হতে পারে, আবার তা ব্যক্ত করার জন্য একাধিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশও ঘটতে পারে না। সেক্ষেত্রে গল্পের আয়তন স্বাভাবিক ভাবেই কিছু বড় হবে। তবে ছোটগল্পের আয়তন ছোট কিংবা বড় যাই হোক, লেখককে সবসময় মনে রাখতে হবে গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা, চরিত্র ও বর্ণনা যেন ঐ ভাবপ্রতীতিটিকে প্রকাশ করার জন্যই নিয়োজিত হয়। এর বাইরে একটি কথা বলাও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বাহুল্য বলে বিবেচিত হবে। ছোটগল্পে কাহিনী, চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষাশৈলীর গুরুত্ব আলোচনার দ্বারাও ছোটগল্পের শিল্পরূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ আলোচনার দ্বারা ছোটগল্পের স্বরূপ ও লক্ষণগুলি আরও স্পষ্ট হবে আশা রাখি।

২. ছোটগল্প সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত

ছোটগল্পের স্বরূপ ও লক্ষণ বিচারের পর ছোটগল্পের একটি সন্তোষজনক সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সমালোচক নানাভাবে ছোটগল্পের সংজ্ঞা দানের চেষ্টা করেছেন। নিম্নে কয়েকজন বিখ্যাত সমালোচকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞার উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

ক) বিখ্যাত ছোটগল্প সমালোচক Lucy Lillian Notestein তাঁর 'Craft of the short story' গ্রন্থে ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এইভাবে ঃ 'The short story is a narrative producing a single emotional impression by means of sustained emphasis on a single climatic incidents or situation.'[১১]

খ) আধুনিক সাহিত্য সমালোচক William Henry Hudson ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন – 'A short story must contain one and only one in-

forming idea, and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of aim and direction of method'.[১২]

গ) ছোটগল্প সমালোচক Henry Albert Phillips প্রদত্ত সংজ্ঞাটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও ছোটগল্পের স্বরূপ ও লক্ষণ প্রকাশে সার্থক। তাঁর মতে – 'The story should take place as nearly as possible in one view point, within one period of time, there should be one character to whome all others are subordinated; the one progressive action should be contained, if possible to one place; above all, there should be one grand climax or situation, towards which every element moves with apid, clean strokes and finally there should be but one vivid impression left in the mind of the reader at the conclusion of the story.'[১৩]

উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলি অবশ্যই ছোটগল্পের স্বরূপ প্রকাশে সহায়ক, তবু এগুলিকে ছোটগল্পের সামগ্রিক রূপ-রহস্য প্রকাশের সন্তোষজনক সংজ্ঞারূপে গ্রহণ করা যায় না। বস্তুত ছোটগল্প বিষয়টি এতই জটিল এবং এর রূপ ও রহস্যের লক্ষণগুলি এতই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, সংক্ষিপ্তাকারের নির্দিষ্ট একটি সংজ্ঞায় তাকে প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। হয়তো এই কারণেই ছোটগল্পের স্বরূপ ও লক্ষণ বিষয়ে অনেকে বিস্তৃত আলোচনা করলেও অনেকেই সূত্রাকারে এর কোনো সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্ণয় থেকে বিরত থেকেছেন। তবে বৈচিত্র্যের দিকগুলো বাদ দিয়ে ছোগল্পের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোকে একটি সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব। এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ই প্রথম যত্নবান হয়েছেন। তিনি কয়েকজন বিখ্যাত সমালোচকের কয়েকটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন – 'ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (impression) - জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতা অবলম্বন করে ঐক্য সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।'[১৪] সংজ্ঞাটিতে ছোটগল্পের রূপ ও রহস্যগত প্রায় সবকয়টি বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেয়েছে। এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে ছোটগল্পের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়। যথা –

(১) ছোটগল্প একটি গদ্যকাহিনি, (২) ছোটগল্প আয়তনে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হবে, (৩) ছোটগল্পে বিশেষ একটি প্রতীতির (impression) প্রকাশ ঘটে, (৪) ছোটগল্প একটি নির্দিষ্ট বক্তব্যকেই প্রকাশ করবে, তার বাইরে সে একটি কথাও বলবে না, (৫) ছোটগল্পের এই বিশেষ বক্তব্যটি কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা পরিবেশ বা মানসিকতাকে অবলম্বন কবে প্রকাশ পাবে, (৬) ছোটগল্পের কাহিনির মধ্যে একটি ঐক্যবোধ (unity of impression) থাকবে, (৭) ঐ ঐক্যবোধ গল্পের মধ্যে একসময় একটি চরমাবস্থা বা সংকট (climax) সৃষ্টি করবে এবং (৮) ঐ ঐক্যসংকটের মধ্য দিয়ে কাহিনিটি পরিণতিতে সমগ্রতা লাভ করবে।

ছোটগল্পের স্বরূপ ও লক্ষণ বিচারে এই সংজ্ঞাটিকে ছোটগল্পের একটি সন্তোষজনক সংজ্ঞা রূপে গ্রহণ করা যায়। তবে ছোটগল্পের রূপতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও আমাদের আরও কিছু কথা মনে রাখতে হবে। আমরা জানি, ছোটগল্প স্বরূপধর্মে একটি স্বতন্ত্র শিল্পরূপে স্বীকৃতি লাভ করলেও এর মধ্যে কবিতার ভাবতন্ময়তা, একাঙ্কিকার দ্রুতগতি ও একমুখীনতা, সনেটের দৃঢ় সংযম ও সংহতিগুণ এবং সবিশেষ ছোটগল্প উপন্যাসেরই মতো কথাসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত বলে উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদানগুলির আশ্রয়েই ছোটগল্পের বিশিষ্ট শিল্পরূপটির প্রকাশ ঘটে। কাজেই ছোটগল্পের সন্তোষজনক সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গেলে কবিতা, নাটক, সনেট, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যের অপরাপর বিভাগগুলির আঙ্গিক লক্ষণ কীভাবে অবয়ব ও নির্মাণ প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত হয়ে বিশিষ্ট শিল্পরূপটিকে গড়ে তুলছে সেকথাও মনে রাখতে হবে। আমরা রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপের বিচার করতে গিয়ে যথানির্দিষ্ট অধ্যায়ে ছোটগল্পেরসঙ্গে সাহিত্যের অপরাপর বিভাগগুলি আঙ্গিক লক্ষণ কিভাবে ছোটগল্পের শিল্পরূপকে সমৃদ্ধ করেছে তার বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

৩. উপন্যাস ও ছোটগল্পের পার্থক্য

ছোটগল্পের স্বরূপ ও লক্ষণ বিচারে উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের পার্থক্যটি বিশেষভাবে বিচারযোগ্য। উপন্যাস ও ছোটগল্প দুই-ই কথাসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। কাহিনি, চরিত্র, ভাষা, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবেশ, সময় প্রভৃতি উপকরণগুলি দুই ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। এই দুটি সাদৃশ্যের কথা বাদ দিলে, শিল্পশৈলীর দিক দিয়ে উপন্যাস ও ছোটগল্প প্রায় বিপরীত মেরুর দুটি শিল্প। মূলত দুটি শিল্পেরই উপকরণ এক, কিন্তু এদের প্রয়োগগত ভিন্নতাই উপন্যাস থেকে ছোটগল্পকে পৃথক করে চিনিয়ে দেয়। ছোটগল্প সমালোচক ব্র্যান্ডাব ম্যাথুজ -এর ভাষায় 'A true short story differs from the novel chiefly in its essential unity of impression'.[১৫] উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার যেমন ছোটগল্প নয়, তেমনি ছোটগল্প-কাহিনির বিস্তৃত রূপায়ণও উপন্যাস নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বড়গল্প ও ছোটগল্পের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন গল্পগুচ্ছ-এর চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্গত 'ছোটগল্প' শীর্ষক আলোচনায় - "অতি পরিমাণ ঘাসপাতা খেয়ে যাদের পেট মোটা তারা ভারবাহী জীব, স্তূপাকার মালের বস্তা টানা তাদের অদৃষ্ট। বড়ো গল্প সেই জাতের, মাল-বোঝাই-ওয়ালা। যে সব প্রাণীর খোরাক স্বল্প এবং সারালো, জাবর কেটে কেটে তারা প্রলম্বিত করে না ভোজন-ব্যাপার অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে। ছোটগল্প সেই জাতের, বোঝা বইবার জন্য সে নয়; একেবারে সে মার লাগায় মর্মে লঘু লম্ফে।"

উপন্যাসে জীবনেব বহুবিচিত্র রূপের রূপায়ণ ঘটে। প্রলম্বিত বর্ণনা, বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণ, কাহিনির পর কাহিনির মালা গেঁথে উপন্যাস লেখক জীবনের বহুবিচিত্র রূপকে

বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেন। অন্যদিকে ছোটগল্পে থাকে মিতভাষণ, বিশ্লেষণের পরিবর্তে ইঙ্গিতময়তা, কাহিনির একমুখীনতা এবং জীবনের বিচিত্র রূপায়ণের পরিবর্তে ব্যঞ্জনাধর্মীতা। উপন্যাস লেখক সমগ্র কাহিনিটিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। এরপরে পাঠকের মনে আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না। অন্যদিকে ছোটগল্প কাহিনির অপূর্ণতার মধ্য দিয়ে পাঠকমনে একটি ভাবের অনুরণ সৃষ্টি করে দিয়ে যায়। শ্রদ্ধেয় সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উভয়ের এই পার্থক্যকে নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন – 'বিকাশ, বিস্তার, পল্লবিত সমীক্ষা, চিন্তা-প্রতিচিন্তা, ঘাত-প্রতিঘাত-সবকিছু নিয়েই উপন্যাসকে পূর্ণতায় পৌঁছতে হবে। আর ছোটগল্প জীবনের এই বিস্তৃত বিশালতা থেকে একটিমাত্র ঘটনা বা একটিমাত্র মানসিকতাকেই নির্বাচন করে নেবে। তার আরম্ভও নেই-তার শেষও নেই। মুহূর্তজীবি বিদ্যুদ্বিকাশেই তার ক্ষণ বক্তব্য শেষ, অথচ ওই চকিত বিদ্যুদালোকেই আমাদের দৃষ্টির সামনে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।'[১৬]

উপন্যাসে বহুবিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটে। এদের চারিত্রিক অভিব্যক্তি পূর্ণাবয়ব রূপরচনা উপন্যাসকারের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু ছোটগল্পকার তা পারেন না। বস্তুতপক্ষে ছোটগল্পে চরিত্রের স্বকীয় কোনো অস্তিত্ব নেই। সেই unity of impression ফুটিয়ে তোলার সুবাদে একটি বা একাধিক চরিত্রের যেটুকু অংশ তুলে ধরা দরকার, লেখক ততটুকুই তুলেন। বিবর্তিত চরিত্র উপন্যাসের প্রাণ, অন্যদিকে ছোটগল্পের চরিত্রগুলি মোটামুটি স্থির ও একপেশে। ইঙ্গিতময়তা ছোটগল্পের প্রাণ, অন্যদিকে এই ইঙ্গিতময়তা উপন্যাসের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে। ছোটগল্পের কাহিনি সংক্ষিপ্ত বলেই তার ইঙ্গিতপূর্ণ উপস্থাপনা পাঠক মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে। অন্যদিকে উপন্যাসের দীর্ঘকাহিনিকে বিলম্বিত লয়ের বর্ণনার পরিবর্তে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নাটকীয় গতি ও ইঙ্গিতময় ভাষার সাহায্যে বিবৃত হলে তা পাঠকের স্নায়বিক বিপর্যয় ঘটিয়ে দেবে। উপন্যাসে পরিবেশ চিত্রণের যে বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে ছোটগল্পে তা নেই। ছোটগল্পকারের কাছে পরিবেশ নয়, একটি বিশেষ ভাবপ্রতীতিই মুখ্য। উপন্যাসের মতো সময়ের দীর্ঘবিস্তার এবং আয়তনের দীর্ঘতা ছোটগল্পে সম্ভব নয়।

৪. ছোটগল্পের পরিকাঠামো এবং পটভূমি

ছোটগল্প সম্পর্কিত আলোচনায় পরিকাঠামো ও পটভূমিগত আলোচনা খুবই প্রয়োজনীয়। কেননা ছোটগল্পের কায়ানির্মাণ ও অবয়ব গঠনে এই দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কীভাবে ছোটগল্পের জন্ম হল এবং কোন সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমিতে ছোটগল্পের জন্ম হল, এর ঐতিহাসিক বিচার মূলত ছোটগল্পের শিল্পরূপের আলোচনারই একটি অঙ্গ।

আমরা জানি, গল্প শোনা বা বলা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তির মত। সুপ্রাচীন কালে মানুষ যখন গুহায় বাস করত তখনও তাদের দৈনন্দিন জীবনের জীবন-জীবিকা নির্ভর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কাহিনিকে তারা গুহাগাত্রে খোদাই করে রাখবার চেষ্টা করেছে। তারপর মানুষ যখন আরেকটু সুসভ্য হল তখনও তারা মুখে মুখে রচনা করেছে অসংখ্য রূপকথার গল্প। ছাপাখানা ছিল না বলে সেইসব কাহিনির অধিকাংশই ইতিহাসের গহ্বরে হারিয়ে গেছে। এরই কিছু কিছু লোকমুখে বিবর্তিত হতে হতে কিছুটা ভিন্নরূপে আধুনিক কালে ছাপাখানার দৌলতে পুঁথিবদ্ধ হয়েছে। মধুমালা, কাঞ্চনমালা, মহুয়া, কাজলরেখা, কমলার কাহিনি, লালকমল-নীলকমলের গল্প প্রভৃতি তারই দৃষ্টান্ত। এগুলিকে এখন আর আমরা গল্প বলি না, বলি রূপকথা কিংবা উপকথা; কল্পনার আদিমতাই এগুলির বৈশিষ্ট্য। তবে এইসব গল্পকথকরা কাল্পনিকতার আশ্রয় নিয়ে যেসব অসম্ভব কথা কাহিনি রচনা করে গেছেন, সেগুলির উদ্দেশ্য যে মুখ্যত মানবীয় জীবনের কোনো না কোনো নীতি ও রহস্যকে প্রকাশ করা, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সমালোচক লিখেছেন - 'রূপকথাগুলি শুধুই যে কল্পলোকের সামগ্রী তাই নয়, শুধুই যে শিশুচিত্ত বিনোদনেই তার জন্ম তাও নয়, তার মধ্যে বাস্তব প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত।'[১৭] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, নাথসাহিত্য প্রভৃতিতে এমন কিছু গল্প পাওয়া যায়, যেগুলিকে আর নিছক রূপকথার গল্প বলা চলে না। কাহিনিরস, মানবীয় জীবনকথা, চরিত্রসৃষ্টি ও সাহিত্যিক গুণপনার বিচারে এগুলির মধ্যে যথার্থ অর্থেই বাংলা ছোটগল্পের বীজ লুকিয়ে রয়েছে বলা যায়। দস্যু রত্নাকরের বাল্মিকীতে পরিণত হওয়ার কাহিনি (রামায়ণ), মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্তের কাহিনী (মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য') প্রভৃতি তার প্রমাণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছাপাখানার আবিষ্কার ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে গল্পের বিষয় ও প্রকাশভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটল। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে সমাচার দর্পণ, বিধিধার্থ সংগ্রহ, উপদেশ পত্রিকা, বঙ্গমিহির, রহস্যসন্দর্ভ প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হতে থাকে মানবিক জীবননির্ভর ছোট ছোট আকারের অসংখ্য গল্প। ছোটগল্প সমালোচক ড. শিশির দাস এই গল্পগুলিকে বলেছেন চুর্ণক।[১৮] এই চূর্ণকগুলিকে বাংলা ছোটগল্পের আদিরূপ বলা যেতে পারে। একটি মাত্র ঘটনার আশ্রয়ে একটি মাত্র বক্তব্যের প্রকাশ। আগাগোড়া পূর্বপরিকল্পিত একটি কাহিনির অনাড়ম্বর সূচনা ও হঠাৎ সমাপ্তি আধুনিক ছোটগল্পের শিল্পশৈলীকেই মনে করিয়ে দেয়। তবু এগুলি ছোটগল্প নয়, কারণ ছোটগল্প কাহিনিতে বাস্তবানুগ মানবীয় জীবনরস এবং লেখকের ব্যক্তি অনুভূতির যে নিবিড় রূপ প্রকাশ পায় তা এই চূর্ণকগুলিতে নেই। কাজেই চূর্ণকগুলি আমাদের বিচারে ছোটগল্পের আদিরূপ। প্রায় একই সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মুন্‌শিরা এমন কিছু গল্প আখ্যান রচনা করেন যেগুলিতে ছোটগল্প কাহিনির বাস্তবানুগ মানবীয় জীবনরস, চরিত্রসৃষ্টি এমনকি ভাষা ব্যবহারেও আধুনিকতার রূপ পরিলক্ষিত হয়। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, আরব্য উপন্যাস জাতীয় রোমান্টিক